অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৯
দ্বাদশ প্রকাশ : রমাদান ১৪৩৩
শ্রাবণ ১৪১৯
অগাস্ট ২০১২

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : বিশ টাকা

Manush Srishtir Uddeshya Written by Prof. Mazharul Islam & Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition December 1989 12th Edition June 2012 Price Taka 20.00 only.

মতামত

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম সাহেবের 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য' পুস্তিকাখানি পড়লাম। সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাখানিতে আল কোরআনের আলোকে এবং বাস্তব যুক্তি প্রমাণ ও উদাহরণের ভিত্তিতে ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থার সার নির্যাস উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক এক সময়ের দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষক হিসেবে বিষয়টিকে সহজ অথচ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পেশ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষ করে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কিভাবে সফল হতে পারে- এ কথাটি পুস্তিকার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হিসেবে পরিবেশিত হওয়ায় পাঠক এ থেকে তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হবেন।

মতিউর রহমান নিজামী
আমীর
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ـ

হে নবী, আপনি, ওদের বলে দিন– তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের সঞ্চিত সম্পদ ও বাণিজ্য যাতে অচলাবস্থা দেখা দেবার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের প্রাণপ্রিয় ঘরবাড়ী এসব যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাঃ) ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে তা'হলে অপেক্ষা কর আল্লাহ স্বীয় কার্য সমাধা করবেন। জেনে রেখ, আল্লাহ অবাধ্য লোকদেরকে কখনো সুপথে চালিত করেন না।

(সূরা আত তাওবা ঃ ২৪)

সূচীপত্র

মানুষ সমস্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ	৭
প্রত্যেক সৃষ্টিরই উদ্দেশ্য আছে	৮
মানুষের সাথে অন্যান্য সৃষ্টির পার্থক্য	৯
মানুষের চলার পথ চেনার উপায়	১০
মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি	১০
খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১২
খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্বের কারণেই মানুষ সবার সেরা	১৩
নবী ও রাসূল (সাঃ) দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেছেন	১৪
মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা	১৫
আল্লাহতায়ালাই একমাত্র ক্ষমতার মালিক	১৬
মানুষের সামনে দু'টো পথ	১৬
যে রকম কাজ সে রকম প্রতিফল	১৭
মানুষ আল্লাহর গোলাম বা দাস	১৮
ইবাদাতের অর্থ	১৯
আল্লাহর প্রত্যেক হুকুম মেনে চলাই ইবাদাত	২০
আল্লাহর ইবাদাত বা গোলামীতে শরীক বানানোর পরিণাম	২১
পরিপূর্ণভাবে দাসত্ব বা গোলামী করার মধ্যেই মুক্তি নিহিত	২৩
মুমিনদের পরিচয়	২৫
দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টাই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ	২৭
মুজাহিদদের মর্যাদা এবং সফলতা	২৮
শেষ কথা	৩০
আমাদের করণীয়	৩০
ঈমানদার মুসলমানদের ঘরে বসে থাকার উপায় নেই	৩১
আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পর্যায়	৩১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মানুষ সমস্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ

এ বিশ্ব চরাচরে মানুষের জানা অজানা অসংখ্য সৃষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান। সৃষ্টি লোকের এ মহাসমুদ্রে অনেক কিছু চোখে দেখা যায়। আবার অনেক কিছুই এমন রয়েছে যাদের অস্তিত্ব চোখে দেখা যায় না। এগুলোর অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়ে। আবার কোন কোনটার অস্তিত্ব নিরীক্ষণের মাধ্যমে, আবার কোনটা উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল হয়ে মহান স্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলের সাক্ষ্য দেয়। গভীর সমুদ্র তলদেশের বালুকারাজি, ঝিনুক অথবা প্রস্তর খন্ডের মাঝে কোন কিছুর অস্তিত্ব থেকে শুরু করে, সৌর জগত তথা মহাশূন্যের বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সসীম জ্ঞানের অধিকারী মানুষ আজ নব নব আবিষ্কার করে চলেছে। শুধু তাই নয় এ ধরাপৃষ্ঠের মানুষ আজ চাঁদে পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এ বিশ্বজগতের সমস্ত সৃষ্টিই মানুষের সেবায় নিয়োজিত। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিস থেকে শুরু করে অতি বড় এবং প্রকান্ড সৃষ্ট বস্তুকে মানুষ তার কল্যাণে ব্যবহার করছে। একটি মৃত গরুর অস্থিমাংস থেকে শুরু করে গাছপালা, বৃক্ষ-লতা, সমস্ত পার্থিব প্রাণী ও প্রাণহীন বস্তু এবং চন্দ্র, সূর্য, আলো, বায়ু সব কিছুই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। বিজ্ঞান ও বুদ্ধির ক্রম বিকাশের সাথে সাথে বহু অজানা জিনিষকেও আজ মানুষ তার নিজের কল্যাণে ব্যবহার করার প্রয়াস পাচ্ছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তাইতো হলো মানুষ। মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহতায়ালা আল-কোরআনে ঘোষণা করেছেন-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً -

"আমরা বনী আদমকে ইজ্জত দান করেছি এবং স্থল ও জলে সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং তাকে পবিত্র জিনিস দ্বারা রিযক দান করেছি এবং বহু জিনিসের উপর যা আমরা পয়দা করেছি- তাকে একরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (বানী ইসরাঈল ৭০ নং আয়াত)

আল কোরআনের আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَلَكُمْ مَافِى الْاَرْضِ

“হে মানুষ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তার সবকিছুই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন”। (আলহাজ্জ ৬৫ নং আয়াত)

এছাড়াও আল কুরআনের আরো অনেক আয়াতে মানুষকে এ কথা আল্লাহতায়ালা বলে দিয়েছেন যে, আসমান এবং জমিনে যত জিনিস আছে তার সবই মানুষের খেদমত ও কল্যাণের জন্য তাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে। এই গাছপালা, এই পাহাড়, এই জীবজন্তু, রাতদিন, আলো অন্ধকার, চন্দ্র সূর্য, তারকারাজি অর্থাৎ সবই তাদের কল্যাণে নিয়োজিত এবং তাদের কার্যোপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে এবং এসব কিছুর খেদমত পাওয়ার যোগ্য করেই তাকে পয়দা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا-

“তিনিই আল্লাহ যিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।” (আল বাকারা ২৯ আয়াত)

আল্লাহতায়ালার এই সকল বাণীর যথার্থতা নিরূপণ করতে অন্তর্চক্ষু খোলার প্রয়োজন হয়না- মানুষ তার চর্মচক্ষুর ক্ষুদ্র দৃষ্টি নিজের স্বাভাবিক জীবনের ওপর নিবদ্ধ করলেই এ কথার প্রমাণ পায়।

প্রত্যেক সৃষ্টিরই উদ্দেশ্য আছে

বিজ্ঞান, দর্শন অথবা কলা সবকিছুই এ অভিমত ব্যক্ত করে যে কারণ ছাড়া কোন কিছু সংগঠিত হয়না। তেমনিভাবে অন্য দিকে উদ্দেশ্য ছাড়া কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব অকল্পনীয়। এখন প্রশ্ন জাগে এই যে মহা বিশ্বের সৃষ্টি, এই যে জানা-অজানা অসংখ্য মাখলুকাত যারা সকলেই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি “মানুষের” সেবায় নিয়োজিত সেই ‘মানুষ’ সৃষ্টির কারণ বা উদ্দেশ্য কী?

এই মানুষ সৃষ্টির নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে। আর এই উদ্দেশ্য শুধু তিনিই বলতে পারেন যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টজীব মানুষ তার মস্তিষ্ক দিয়ে তার স্রষ্টা সম্পর্কে নানারূপ অবান্তর কল্পনার জাল বুনতে পারে, নানাজন নানারূপে

অর্থহীন কিছু সংলাপ পেশ করতে পারে বটে- অথবা সসীম মগজের খোঁড়া যুক্তিতে স্রষ্টার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসতে পারে কিন্তু স্রষ্টার উদ্দেশ্যকে জানা হবে না। মানুষ যার সৃষ্টি তার কাছেই এ প্রশ্নের সঠিক জওয়াব জানতে হবে।

মহান আল্লাহতায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং এই মহাবিশ্বকে বৈচিত্রময় করে গড়ে তুলেছেন। পৃথিবীর মাঝে জীবজন্তু, বৃক্ষ-তরুলতা, শূন্যলোকে গ্রহ, উপগ্রহ, তারকারাজি এক অপূর্ব সৌন্দর্যে সুষমামন্ডিত এবং সুসামঞ্জস্যশীল করে তৈরী করে একমাত্র মানবকুল সৃষ্টির মাধ্যমেই তার সৃষ্টির যথার্থতা সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন। মানবকুলকে সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান করে সৃষ্টি করে বাকি সকল কিছুই মানুষের অধীন এবং সেবায় নিয়োজিত করে মহান আল্লাহতায়ালা তার উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করে তুলতে চেয়েছেন। মনুষ্যজাতির কর্মকান্ডের মাঝ দিয়ে তিনি তার সৃষ্টির যথার্থতা নিরূপণ করতে চান।

মানুষের সাথে অন্যান্য সৃষ্টির পার্থক্য

তাই আমরা দেখি দুনিয়ার অন্য কোন প্রাণীর জন্য মহান আল্লাহতায়ালার কোন নির্দেশনামা নেই- নেই কোন আসমানী কিতাব। কোন জীবজন্তু বা পক্ষীকুলের জন্য তিনি কখনো কোন পয়গাম্বর বা নবী-রসূল পাঠান নাই। কিন্তু মানুষের জন্য তিনি পাঠিয়েছেন নবী-রাসূল, দিয়েছেন গাইড লাইনস এবং হেদায়াত।

মানুষ ছাড়া বিশ্বের আর যত সৃষ্টি আছে সবকিছুই আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট এবং সুনির্ধারিত নিয়ম মোতাবেকই চলছে। আম গাছে কখনো লিচু ফল ধরেনা, পূর্বের সূর্য কখনো পশ্চিমে উদয় হয়না। আগুন দহন করে, পানি করে ঠান্ডা। আল্লাহতায়ালা যেভাবে তাদের হুকুম করেছেন তারা সেভাবেই চলছে সৃষ্টিলগ্ন থেকে। কিন্তু মানুষকে তিনি সেভাবে সৃষ্টি করে ছেড়ে দেননি। আল্লাহতায়ালা মানুষকে বুদ্ধি দিয়ে, বিবেক দিয়ে এবং সীমিত স্বাধীনতা দিয়ে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আল্লাহতায়ালা মানুষের Animality র-সাথে সাথে দান করেছেন Rationality কারণ তিনি দেখতে চান যে মানুষ হক এবং বাতিল পার্থক্য করতে পারে কিনা, মানুষ তার বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে আল্লাহকে চিনে আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে, না কি শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে পশুর মত ন্যায় অন্যায় বিচার না করে অনৈতিকভাবে জীবন যাপন করে, কিংবা ইতর প্রাণীর মত পশুর চেয়েও নিকৃষ্টভাবে এ দুনিয়ার জীবন কাটায়?

মানুষের চলার পথ চেনার উপায়

আল্লাহতায়ালা তাই মানুষকে সৃষ্টি করে অন্ধকারে ছেড়ে দেননি। এই দুনিয়ায় মানুষের সঠিক চলার পথ কী এবং কোনটি তা জানা এবং বুঝার জন্য যুগে যুগে মানব জাতির জন্য তিনি পাঠিয়েছেন নবী-রাসূল (আ) ও ঐশী গ্রন্থ। অনুরূপভাবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর নিকট হযরত জিব্রাইল (আ) এর মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতির জন্য পাঠিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল-কোরআন।

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) তার জীবনের প্রতিটি কাজ এবং কথা দিয়ে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন নির্দেশিত পথই বাস্তবভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন- যাতে মানুষ এই পথ চিনতে ভুল না করে।

মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি

আল কোরআনের সূরা বাকারার ৪র্থ রুকুর প্রথমেই আমরা দেখতে পাই আল্লাহতায়ালা বলেছেন–

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً -

"আমি পৃথিবীতে খলীফা প্রেরণ করছি।" (সূরা আল বাকারা-৩০)

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথম কথাই বলেছেন যে "প্রতিনিধি" প্রেরণ করছি।

এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, প্রতিনিধি শব্দ ব্যবহারের মধ্যেই আল্লাহতায়ালার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিস্ফুট।

প্রতিনিধি কাকে বলা হয়? কোন একজন প্রশাসক বা ক্ষমতাশীল ব্যক্তি কাউকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে অন্য কোন জায়গায় তার পক্ষে কোন কাজকর্ম সম্পাদন করার জন্য যখন পাঠায় তখন সেই ব্যক্তি হয় উক্ত ক্ষমতাশীল বা প্রশাসকের প্রতিনিধি। যেমন- একজন উপজিলা নির্বাহী কর্মকর্তা তার জিলা প্রশাসকের অধীনে উপজিলায় একজন প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। এখন এই প্রতিনিধি কোন ক্রমেই জিলা প্রশাসক কর্তৃক অর্পিত বিধিনিষেধ বহির্ভূত নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন কাজ করতে পারবেন কি? আপনারা বলবেন, নিশ্চয় না। কারণ তা করলে তিনি আইনত দন্ডনীয় হতে বাধ্য।

তেমনিভাবে আল্লাহতায়ালা মানুষকে খলীফা করে পাঠিয়েছেন আল্লাহতায়ালার গোলামী করার মাধ্যমে তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই খিলাফত প্রতিষ্ঠার অর্থ কী? এর অর্থ এই যে এই দুনিয়ায় যত সৃষ্টি আছে সব কিছু মানুষের অধীনস্থ থাকবে আর মানুষ আল্লাহর দেয়া সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি মোতাবেক নিজেরা চলবে এবং অপরকে চালাবে। প্রাকৃতিক জগতের পরিচালনা করবেন আল্লাহতায়ালা নিজে।

আল্লাহতায়ালা যা ফেরেস্তাদের জানান নাই সে সম্পর্কে ফেরেস্তাগণ মোটেই অবহিত নয়। তাই তাদের সন্দেহ হয়েছিল যে মানুষ দুনিয়াতে অশান্তি ঘটাবে। কিন্তু মহান আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করলেন যে ঃ

اِنِّىْ اَعْلَمُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ -

"আমি যা জানি তোমরা তা জান না।" (সূরা আল বাকারা-৩০) অর্থাৎ রাব্বুল আলামীন জানতেন যে মানুষ এই দুনিয়াতে তাঁর সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হবে।

এরপর আল্লাহতায়ালা এ পৃথিবীতে চলার জন্য মানুষের যত জ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে সমুদয় জ্ঞান হযরত আদম (আ)কে শিখিয়ে দিলেন। ফেরেস্তাগণ যে সব জিনিসের নাম বলতে পারলেন না হযরত আদম (আ) অনায়াশে তা বলে দিলেন।

আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাদের নির্দেশ দিলেন আদম (আ)কে সিজদা করার জন্য। ফেরেস্তাগণ হযরত আদম (আ) কে সিজদা করলেন। ফেরেস্তাদের সিজদার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা এটাও পরিষ্কার করে দিলেন যে, মানুষ শুধু দুনিয়ায় সৃষ্টজীবের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নয়-তারা ফেরেশতাকুলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

সূরা আল-বাকারার ৩১, ৩২ এবং ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা মানুষকে খলীফা হিসাবে এ দুনিয়ায় প্রেরণ, তাদের জ্ঞান দান এবং শ্রেষ্ঠত্বের কথাই ঘোষণা করেছেন।

সূরা আল আনআমের ১৬৫ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ

وَهُوَالَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَاءَاتَكُمْ -

"তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।"

এহেন মর্যাদা দিয়ে যে মানুষকে আল্লাহতায়ালা তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে এ দুনিয়ায় পাঠালেন সেই খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী তাই এখন দেখার বিষয়।

খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এ দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা হচ্ছে সে আল্লাহর খলীফা- অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রতিনিধির কাজ এই যে সে যার প্রতিনিধি তারই আনুগত্য ও অনুসরণ করে চলবে। সে নিজের মনিব ব্যতীত অন্য কারো যেমন আনুগত্য করতে পারেনা, তেমনি মনিবের প্রজাদেরকে নিজের প্রজা বা খাদেম বানাতে পারেনা। প্রতিনিধি কখনো কোন অবস্থাতেই নিজে মনিব সেজে বসতে পারেনা। প্রতিনিধি তার মনিবের প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধাদি মনিবের হুকুম মত পরিচালনা করতে পারে কিন্তু নিজে কখনোও মনিবের আমানতের খেয়ানত করতে পারেনা।

এখন যদি কোন প্রতিনিধি মনিবের হুকুম না মেনে নিজের ইচ্ছামত প্রজাদের উপর শাসন চালায় অথবা কোন শক্তির অধীনস্থ হয়, মনিবের আমানত খেয়ানত করে, মনিবের নির্দেশ অমান্য করে এবং তাঁর দেয়া বিধান লংঘন করে, মনিবের দেয়া ধন-সম্পদে মনিবের ইচ্ছামত আইন-কানুন প্রণয়ন না করে- অর্থাৎ মনিবের হুকুম মত প্রতিটি কাজ সম্পন্ন না করে তাহলে সে প্রতিনিধি হতে পারেনা- সে হবে মনিবের বিদ্রোহী এবং বিরোধী। সে ব্যক্তি কখনো মনিবের নিকট থেকে পুরস্কার আশা করতে পারেনা। বরং মনিবের হুকুমের বিরোধী কাজ করার পরিণামে তাকে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমনিভাবে এ দুনিয়ায় প্রতিটি কার্যকলাপের জন্য মানুষকে প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর মনিব অর্থাৎ আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে, কারণ এ দুনিয়ায় সে ছিল আল্লাহর প্রতিনিধি। এ জীবন অবসানের পর আল্লাহতায়ালা দেখবেন যে সেই প্রতিনিধি- তার দেয়া মালমাত্তার সঠিক ব্যবহার করেছে কিনা, তাঁর দেয়া আইনে দেশ চালিয়েছে কিনা, তাঁর দেয়া অর্থ-ব্যবস্থায় অর্থসম্পদের ব্যবহার হয়েছে কিনা, তাঁর দেয়া বিধান মোতাবেক ইহজগতের কাজ সেই প্রতিনিধি পালন করেছে কিনা- আল্লাহতায়ালা তার কাছে সব জানতে চাইবেন- সে যদি তাঁর হুকুম মতই সবকিছু করে থাকে নিঃসন্দেহে মনিব খুশি

হবেন এবং তাকে পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

"আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়াত আসবে যারা আমার দেয়া হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের জন্য কোনরূপ শাস্তির ভয় এবং কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই, আর যারা নাফরমানি করবে এবং আমার বাণী ও নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে যাবে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (আল বাকারা ৩৮-৩৯)

তাই প্রতিনিধির সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো সে যার প্রতিনিধি- তার আজ্ঞানুবর্তিতা, তার শাসন এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়া। সে যদি এটা করতে রাজী না হয় তাহলে প্রথমেই সে বিদ্রোহী হয়েছে- সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বলে ধরে নিতে হবে। সে যদি কোন সৎকাজ করেও তা অর্থহীন হয়ে যাবে- কারণ সে মূলতই প্রতিনিধিত্বের সঠিক দাবী পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্বের কারণেই মানুষ সবার সেরা

মানুষের সৃষ্টি তত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায় যে মানুষ নিকৃষ্টভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এক ফোঁটা অপবিত্র পানি থেকেই তার সৃষ্টি। এদিক দিয়ে সে অতি তুচ্ছ। আল্লাহতায়ালার ফুঁকে দেয়া রূহ সম্বলিত দেহ নিয়ে কোন বান্দা যদি শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে তাহলে তার মর্যাদা রক্ষিত হতে পারেনা, বরং সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট স্তরে চলে যাবে- কারণ একমাত্র আল্লাহতায়ালার প্রতিনিধিত্ব সঠিকভাবে করার উপরই তার ইজ্জত হেফাজত করা সম্ভব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধি হবার কারণেই মানুষের মর্যাদা দুনিয়ার সকল সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত। দুনিয়ায় প্রতিটি বস্তুই তার অধীন এবং তার ব্যবহারের জন্য নিয়োজিত। আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় তা থেকে সে খেদমত গ্রহণ করার অধিকারী।

খলীফা হিসাবে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে হলে এবং পরকালে আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত পেতে হলে আল্লাহর দ্বীন বা বিধানকে এ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। কারণ এই দুনিয়ায় খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই আল্লাহ মানুষকে এত বেশী মর্যাদা দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ করে পয়দা করেছেন। তাদের এই মর্যাদা একমাত্র খিলাফত প্রতিষ্ঠার উপরই নির্ভরশীল এবং এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে নবী রাসূল (সা) পাঠিয়েছেন যেন আল্লাহর সেই মহান উদ্দেশ্য পালনের জন্য তাঁরা বান্দাদেরকে পথ দেখিয়ে দেন।

নবী রাসূল (সা) দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেছেন

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ -

"তিনিই তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করে তোলার জন্য।" (সূরা আস সাফ- ৯ নং আয়াত)

এখানে এই আয়াতের আলোকে দেখা যায় যে, এ দুনিয়ায় খিলাফত প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে সমাজে বিদ্যমান অন্যান্য বিধান বা ব্যবস্থাকে উৎখাত করে আল্লাহর দ্বীনকে পুরোপুরি কায়েম করতে হবে। নবী রাসূলদের ইতিহাস তাঁদের জীবন চরিত এ কথারই উজ্জ্বল নিদর্শন। আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে প্রত্যেক নবী ঐ একই কাজ করে গেছেন।

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِىْ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ -

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের নিয়ম বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মাদ) এখন তোমার প্রতি আমরা ওহির

সাহায্যে পাঠিয়েছি। আর যার হেদায়াত ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম। এই তাকিদ সহকারে যে, কায়েম কর এই দ্বীনকে এবং এতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়োনা।" (সূরা আশ্‌শুরা, ১৩ আয়াত)।

আল্লাহ এ দুনিয়াতে যত নবী রাসূল পাঠিয়েছেন সকলের উপর একই দায়িত্ব ছিল। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল দ্বীন কায়েম করা। এমনিভাবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে মক্কায় ১৩ বছর এবং মদীনায় ১০ বছর এই ২৩ বছরের জিন্দেগী আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মানবজাতির জন্য একমাত্র পথিকৃত। এ দুনিয়ার খিলাফত প্রতিষ্ঠার যে পথ তা মহামানব রাসূলেরই (সা) প্রদর্শিত পথ। এ পথ ছাড়া খিলাফত বা আল্লাহতায়ালার দ্বীন প্রতিষ্ঠার অন্যকোন পথ নেই। আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শ একমাত্র রাসূল প্রদর্শিত পথেই বাস্তবায়ন সম্ভব-আল্লাহর রাসূল এ পথই দেখিয়ে গেছেন, যে পথ ধরে আমাদের চলতে হবে। সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অর্থাৎ জীবনের সার্বিক বিভাগ ও দিকের উপর আল্লাহর বিধানকে পুরোপুরি কার্যকর ও বাস্তবায়ন করার মধ্যেই মানুষের খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যথার্থতা নিহিত।

মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা

আল্লাহতায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তাদেরকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়ে ছেড়ে দেননি। সর্বত্রই মানুষ আল্লাহতায়ালার অধীন। কোন অবস্থাতেই এবং কোনক্রমেই মানুষ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে পারেনা। আল্লাহ মানুষকে সীমিত স্বাধীনতা দিয়ে পয়দা করেছেন। আর সেই সীমিত স্বাধীনতাই হলো "FREEDOM OF CHOICE" ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা। আল্লাহতায়ালা মানুষের জন্য রাসূলদের (আ) মাধ্যমে ভালো ও মন্দ পথ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন। মানুষ ভাল কাজ করতে পারে অথবা মন্দ কাজও করতে পারে। ভাল কাজের পুরষ্কার লাভ এবং খারাপ কাজের পরিণতিতে শাস্তি পাওয়ার কথাও আল্লাহতায়ালা বলে দিয়েছেন। এখন এই সীমিত স্বাধীনতা পাওয়ার পর মানুষ কিভাবে তা ব্যবহার করে তাই আল্লাহতায়ালা দেখবেন।

আল্লাহতায়ালাই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক

আল্লাহতায়ালা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন ঃ - اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ

অর্থাৎ "সৃষ্টি যার নির্দেশ দেয়ার একমাত্র ক্ষমতা তাঁরই।" (সূরা আল আরাফ ৫৪ আয়াত)।

সূরা আল আনয়াম- ৫৭, সূরা ইউসুফ-এর ৪০ ও ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ -

অর্থাৎ "সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর।" মানুষ যত শক্তিশালী হোক না কেন, যত আশ্চর্য রকমের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই করুক না কেন- তারা কখনো সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। আল্লাহতায়ালা মানুষকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন এর বেশী তার এক বিন্দুও করার কোনই শক্তি নেই। তারা এ দুনিয়া পরিচালনা করার কোন জ্ঞানই রাখেনা। দৃশ্য-অদৃশ্য এই বিশাল বিশ্ব জাহান সম্পর্কে সব কিছু জানার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁর দ্বীন বা তাঁর বিধানকে বুঝে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার মত ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছেন মাত্র।

সূরা আদ-দাহরের ২য় এবং ৩য় আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ

اِنَّا خَلَقْنَا الاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا - اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا-

"আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে। তাকে পরীক্ষা করবার জন্য। এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে নয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।"

মানুষের সামনে দুটো পথ

আল্লাহতায়ালা মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে অন্ধকারে ফেলে দেন নাই- আল্লাহ তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে দেখানোর জন্য নবী রাসূল এবং মানুষকে স্বাধীনতা দান করেই এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এখন এই মানুষের সামনে রয়েছে দুটি পথ- (১) ইসলামের পথ ও (২) কুফরের পথ। যারা ইসলামের পথে অর্থাৎ রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলবে- তারা ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ লাভ করবে। শুধু তাই

নয় পরজীবনে তারা অনন্তকাল জান্নাতবাসী হয়ে থাকবে। আর যারা কুফরের পথে চলবে- অর্থাৎ শয়তানের আনুগত্য করবে তাদের দুনিয়াতে কোন কল্যাণ হবেনা-আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। এখানে উল্লেখ্য যে শয়তানের পথে চলে কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করলেও তা আত্মার শান্তি আনতে পারেনা। আল্লাহর দৃষ্টিতে যা কল্যাণ মানুষের দৃষ্টিতে তা কল্যাণ মনে না হলেও সেখানেই মূলতঃ আসল কল্যাণ নিহিত। আর বস্তুতঃ শুধুমাত্র আর্থিক সমৃদ্ধি যে মানুষের আত্মার শান্তি, উন্নতি এবং কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনা আধুনিক বিশ্বের অনেক সমৃদ্ধ দেশের জনজীবনই তার প্রমাণ বহন করে। মনের প্রশান্তি ও কল্যাণ আর্থিক সমৃদ্ধির উপরে নয়-বরং নৈতিক এবং আত্মার উন্নতির উপরই নির্ভরশীল।

আজ তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ধনীদেশগুলোর দিকে তাকালে কী দেখা যায়? এই সব দেশের বৈষয়িক উন্নতি এবং সমাজ জীবনে মানবতাবোধ ও নৈতিকতা কি সমান্তরালভাবে চলছে? আমরা দেখছি এ দুনিয়ার বৈষয়িক জীবনে তাদের চরম উন্নতি হলেও, মানবতা এবং নৈতিকতা আজ বিপর্যস্ত। উপরে চাকচিক্য জৌলুসের ছড়াছড়ি থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের সামাজিক জীবন আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা কি একবার চিন্তা করেছেন? পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদের যাঁতাকলে মানবতাবাদ ডুকরে কাঁদছে। সেখানকার মানুষ মুক্তির পথ খুঁজছে। সাদা-কালোতে ভেদাভেদ, দুর্বলের উপর সবলের জুলুম, প্রভুত্বের লড়াই, অস্ত্রের ঝন-ঝনানি, নৈতিক বিপর্যয়, খর্ব বাকস্বাধীনতা, অবাধ যৌনাচার, উলঙ্গ সংস্কৃতি, নেশাপান, আত্মহত্যা, দাম্পত্য কলহ ও বিচ্ছেদ, মানসিক ব্যাধির ব্যাপকতা সর্বোপরি কুমারী মাতা হওয়ার অভিশাপ কিসের আলামত বহন করে তা কারো বুঝতে বাকি থাকার কথা নয়। শান্তি কাকে বলে তা মনকে একবার জিজ্ঞাসা করুন।

যে রকম কাজ সে রকম প্রতিফল

মানুষ সৃষ্টির পর তারা দুনিয়াতে অশান্তিতে থাকুক এটা আল্লাহর ইচ্ছা নয়, আর মৃত্যুর পরপারের জীবনে জাহান্নামের আগুনে জ্বলুক এটাও আল্লাহতায়ালার কাম্য নয়। আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। তার ফলেই সে ইচ্ছা করলে কুফর অবলম্বন করতে পারে আবার ঈমানও আনতে পারে। আর এর উপর ভিত্তি করেই তার প্রতিদান হবে- জাহান্নাম অথবা জান্নাত। হাদীস শরীফে আছে ঃ রাসূল (সা)

বলেছেন যে "বেহেশত এবং দোযখ উভয় জায়গাতে মানুষের জন্য আসন রাখা হয়েছে।" এখন এই দুনিয়াতে যে যে রকম কাজ করবে সে সে রকম আসনই লাভ করবে। এক শ্রেণীর লোক বলে "আল্লাহ যখন উভয় স্থানেই আসন রেখেছেন তখন একদল লোকতো জাহান্নামেও যাবে"। আমি বলতে চাই- আপনি নিজকে কোন দলভুক্ত করতে চান- যদি জাহান্নামে যাওয়ারই জন্য ফায়সালা করে থাকেন তাহলে কোন কথা নেই আর তা না করে থাকলে আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত পথের কথা সহজভাবে চিন্তা করলে এটা কি পরিষ্কার হয়ে যায়না যে, মানুষ তার স্বাধীনতা কিভাবে প্রয়োগ করবে তারই হেদায়াত ও মাপকাঠি দান করে আল্লাহতায়ালা তাদেরকে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার সক্ষম ও যোগ্য করে গড়ে তুলেছেন ?

তাহলে দেখা যাচ্ছে এ দুনিয়াতে মানুষ যা করবে তার প্রতিফল হিসাবেই জাহান্নাম অথবা জান্নাত লাভ করবে। সুতরাং এ দুনিয়াটা মানুষের জন্য একটি পরীক্ষাগার। কর্মের মাধ্যমেই তার নিজের ঈমান বা কুফর প্রমাণ হবে। এ দুনিয়া শুধুমাত্র একটি কর্মস্থল- পুরষ্কার বা শাস্তি পাওয়ার জায়গা এটা নয়। মাটির তৈরী মানুষ আলমে আরওয়াহ থেকে "আত্মা" নিয়ে দুনিয়ায় শরীরে প্রবেশ করেছে। এই দেহ নশ্বর। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। এ কারণেই মৃত্যুর পরপারে এখানকার কর্মফল ভোগ করার জন্য তার আত্মার জন্য একটি জীবন লাভ অবশ্যম্ভাবী। পরপারের সেই জিন্দেগীতে সে পুরস্কার স্বরূপ হয় জান্নাত পাবে না হয় শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে যাবে, এটাই অনিবার্য পরিনতি।

মানুষ আল্লাহর গোলাম বা দাস

আল্লাহতায়ালা আল কোরআনে বলেছেন-

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ -

এরশাদ হচ্ছে- "আমি মানুষ ও জ্বীনকে একমাত্র আমার গোলামী বা দাসত্ব করার জন্য পয়দা করেছি।" (সূরা আযযারিয়াত- ৫৬)। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা বলেছেন, মানুষ ও জ্বীন সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহরই ইবাদাত করবে। একটু আগেই আমরা তা জেনেছি। এখন ইবাদাত কী এবং কাকে বলে এবং কিভাবে তা করা যায় তা জানার চেষ্টা করবো। প্রচলিত অর্থে নামাজ,

রোজা, হজ্জ, যাকাত, দাড়ি-টুপি এবং লম্বা পাঞ্জাবীই কি ইবাদাত না মসজিদে বসে রাতভর নফল নামাজ পড়া, যিকর আযকার করা, তসবিহ্ তাহলীল করা ইত্যাদি শুধু ইবাদাত?

ইবাদাতের অর্থ

ইবাদত শব্দটি আরবী 'আবদ' শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে। যার অর্থ হলো দাস বা গোলাম। অতএব ইবাদাত শব্দের অর্থ হলো দাসত্ব বা গোলামী।

যে ব্যক্তি অন্যের দাস সে যদি প্রকৃত পক্ষে তার মনিবের সমীপে একান্ত অনুগত হয়ে থাকে এবং তার সাথে ঠিক ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করে তবে একেই বলা হয় দাসত্ব বা ইবাদাত। পক্ষান্তরে কেউ যদি কারো গোলাম হয় এবং তার মনিবের নিকট থেকে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে কিন্তু সে যদি মনিবের হুকুম ও ইচ্ছামত কাজকর্ম না করে তাকে কী বলা যাবে বলুন? বলতে হবে সে অকৃতজ্ঞ। সে তার গোলাম হতে পারেনা।

আল্লাহতায়ালা মানুষের মনিব। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার গোলামী করার জন্য। অথচ বান্দাহ তার পরিবর্তে যদি তার প্রতি বিদ্রোহ করে এবং হুকুমের বিপরীত কাজ করে আল্লাহ কিছুতেই তাকে বরদাস্ত করতে পারেন না। এই মাটির পৃথিবীতে যদি একজন মানুষ তার অধীনস্থ আরেক মানুষকে তার হুকুমের বিপরীত কিছু করতে দেখে তাহলে সে তার অধীনস্থদের ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করতে পারেনা। কি করে মহান স্রষ্টা-মালিক এই বান্দাদের বিদ্রোহ, ঔদ্ধত্য এবং বিরোধী কাজকর্ম বরদাস্ত করতে পারেন তা কি হালকাভাবেও কখনো ভেবে দেখেছেন? দুনিয়ার সচরাচর কাজকারবারেও যদি প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক এই হয় তাহলে মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক কী হবে তা একটি বার ভেবে দেখলেও সত্যিকার ইবাদাতের মত ইবাদাত করার জন্য গোলাম নির্দ্বিধায় বাধ্য-একান্তভাবে সে মনিবের আনুগত্য না করে পারেনা।

আল্লাহতায়ালার সাথে তাঁর বান্দার সম্পর্ক হলো প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক। তাই 'বান্দা' বা চাকরকে প্রথমত মনিবকে প্রভু বলে স্বীকার করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে যিনি আমাকে দৈনন্দিন রুজী দান করেন এবং যিনি আমার মালিক, যিনি হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন তারই অনুগত হওয়া আমার কর্তব্য। তিনি ছাড়া অন্য কেউই আমার আনুগত্য লাভ করার অধিকারী নন।

সকল সময় মনিবের আনুগত্য করা, তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর অনুবর্তিতা মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ না করা, মনিবের বিরুদ্ধে মনে কোন কথার স্থান না দেওয়া এবং অন্য কারো কথা পালন না করাই বান্দার দ্বিতীয় কর্তব্য। গোলাম সব সময়ই গোলাম, তার এই কথা বলবার কোন অধিকার নাই যে আমি মনিবের এই আদেশ মানব আর অমুক আদেশ মানব না, কিংবা আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মনিবের গোলাম আর অন্যান্য সময়ে আমি তার গোলামী থেকে সম্পূর্ণ আজাদ ও মুক্ত। মনিবের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন, তার সমীপে আদব রক্ষা করে চলা বান্দার তৃতীয় কাজ। আদব ও সম্মান প্রকাশের যে পন্থা মনিব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা অনুসরণ করা, সালাম দেয়ার জন্য মনিব যে যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেই সময়ে নিশ্চিতরূপে উপস্থিত হওয়া এবং মনিবের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকারে নিজের প্রতিজ্ঞা ও আন্তরিক নিষ্ঠা প্রমাণ করা এই তিনটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে যে কার্যটি সম্পূর্ণ হয় আরবী পরিভাষায় তাকেই বলে "ইবাদাত"। আমাদের শেষ নবী এবং তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের যাবতীয় শিক্ষার সারকথা হচ্ছে–

اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ -

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করোনা।" অর্থাৎ দাসত্ব ও আনুগত্য লাভের যোগ্য সারাজাহানে একজনই মাত্র বাদশাহ আছেন তিনি আল্লাহ তায়ালা। অনুসরণ যোগ্য একটি মাত্র বিধান বা আইন আছে তা হলো আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা এবং একটি মাত্র সত্তাই আছেন যাঁর পূজা, উপাসনা, আরাধনা করা যেতে পারে। আর সে সত্তা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ।

আল্লাহর প্রতিটি হুকুম মেনে চলাই ইবাদাত

মোট কথা আল্লাহতায়ালা যা করতে হুকুম করেছেন তা করা এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে ইবাদাত। এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহর হুকুম-আহকাম, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি দিকে ও বিভাগে কার্যকর করতে হবে। শুধু মাত্র নামাজ-রোজা, তসবীহ-তাহলিলই একমাত্র ইবাদাত নয়। বৃহত্তর ইবাদাত ও উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে এগুলো মানুষকে প্রস্তুত করে ও সুসংগঠিত করে গড়ে তোলে মাত্র। আল্লাহতায়ালা সূরা আল বাইয়্যেনার ৫ নং আয়াতে বলেছেন ঃ

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ-

এরশাদ হচ্ছে-"তাদেরকে এছাড়া অন্য কোন হুকুম দেয়া হয়নি যে তারা খাঁটিমনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্ব করবে।"

যেহেতু আল্লাহতায়ালা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব এবং আনুগত্য করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন- সুতরাং অন্য কাউকে এতে অংশিদার করা যাবে না। একনিষ্ঠ, খাঁটি এবং পরিপূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব বা গোলামী করতে হবে। আর এই দাসত্বের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে মানুষের স্বাধীনতার অর্থ নিহিত। এ জন্যেই রাসূল (সাঃ) দুনিয়ায় তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ

فَاِنِّىْ اَدْعُوْكُمْ اِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ -

অর্থাৎ- "আমি আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি।" (হায়াতুসাহাবা : ১৪১, মূল সূত্র : বায়হাকী)

মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্বকে খতম করে, মানুষের দাসত্বের শৃংখল উৎপাটিত করে একমাত্র আল্লাহর খাঁটি এবং একনিষ্ঠ বান্দা বানাবার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই এ দুনিয়ায় রাসূল (সা) এর আগমন হয়েছিল। সুতরাং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর গোলামী করার মাধ্যমেই অন্যান্য সকল সত্তার দাসত্বের শৃংখল থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

আল্লাহর ইবাদাত বা গোলামীতে শরীক বানানোর পরিণাম

কিন্তু আজ মানব সম্প্রদায় আল্লাহতায়ালার দাসত্বের মধ্যে অনেককেই শরীক বানিয়ে নিয়েছে। কেউ কেউ দু'একটি ক্ষেত্রে আল্লাহর গোলাম এবং অন্য ক্ষেত্রে আবার আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপর কোন শক্তির গোলামে পরিণত হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ পুরোপুরিই আল্লাহকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার গোলামে পরিণত হয়েছে। যারা আদৌ আল্লাহর গোলামী করতে নারাজ তারা তো নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু যারা আল্লাহকে মানে অথচ তাঁর হুকুম মানেনা তাদেরকে নিয়েই কথা।

এই শ্রেণীর লোকের আজ কি অবস্থা! তারা আজ সমাজে শক্তিশালী ব্যক্তিদেরকে তাদের খোদা বলে মেনে নিয়েছে। তাইতো আজ আল্লাহর ইবাদাত বাদ দিয়ে

চলছে ব্যক্তি বিশেষদের ইবাদাত-চলছে মানুষের তৈরী ভ্রান্ত মতবাদের গোলামী। আল্লাহর হুকুমের অবমাননা হচ্ছে নির্বিবাদে। অন্যদিকে সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের হুকুম আজ সানন্দচিত্তে মেনে চলা হচ্ছে- তাইতো দেখা যায় গ্রামের মাতব্বর থেকে শুরু করে দেশের কর্ণধারদের গোলামী আজ অবাধে চলছে। এরই মধ্যে পাচ্ছে মানুষ তৃপ্তি। মূলতঃ তারা পরাধীন অথচ মনে মনে স্বাধীনভাবে সাময়িক তৃপ্তি লাভ করছে মাত্র। দুনিয়ার অনেক শক্তিই আজ মানুষের খোদা সেজে বসেছে। আর মানুষও স্বাধীনতাবোধকে জলাঞ্জলী দিয়ে তাদেরই গোলামী করে চলছে।

ছোট্ট একটি কথা ধরুন- যদি আপনার গ্রামের চৌকিদার একটি কথা বলে আর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বলে আরেকটি- আপনি কার কথা শুনবেন? নিঃসন্দেহে চেয়ারম্যানের কথা। এমনিভাবে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আর উপজিলা চেয়ারম্যান বললে শুনবেন উপজিলা চেয়ারম্যানের কথা, উপজিলা চেয়ারম্যান সাহেব আর জিলা চেয়ারম্যান বললে শুনবেন জিলা চেয়ারম্যানের কথা। অনুরূপভাবে উপরের দিকে যেতে যেতে যদি দেশের প্রেসিডেন্ট এবং আল্লাহর কথা আসে কার কথা শুনবেন বলুন? তাহলে এখন কি বলতে পারেন যে আল্লাহর কথা বাদ দিয়ে প্রেসিডেন্ট এর কথা শুনবেন? কিন্তু ভেবে দেখুনতো একবার– কি করছি আমরা। আল্লাহর গোলামী বাদ দিয়ে আজ আমরা গোলামী করছি বিভিন্ন ব্যক্তির। আল্লাহর হুকুমকে অস্বীকার করছি অথবা তার একক সত্তাকে শরীক বানিয়ে নিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর গোলামী বাদ দিয়ে স্বাধীন জীবনকে খুন করে আজ ব্যক্তির গোলামে পরিণত হয়ে নফসের খায়েস পূর্ণ করছি মাত্র। আর মনে মনে ভাবছি আমরা স্বাধীন। আমরা কত খুশী! একবার বিবেককে জিজ্ঞাসা করে দেখুন কোথায় আছি? আল্লাহর দেয়া স্বাধীন বিবেককে সঠিকভাবে প্রয়োগ না করে মানুষের গোলাম সেজে বসেছি। আর মানুষের মনগড়া মতবাদের কাছে স্বাধীনতা বিক্রি করে দিয়েছি।

অবশ্য এরকমও আছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর গোলামী করছি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের গোলামী করছি। অর্থাৎ কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর গোলাম আবার কিছু ক্ষেত্রে মানুষের গোলাম। এ সব চরিত্রের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ـ (البقرة : ٨٥)

"তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ মানবেনা? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এতদ্ব্যতীত আর কী শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে।" (আল বাকারাহ ঃ ৮৫)

আল্লাহ তায়ালা নিজেই এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে যারা আল্লাহর হুকুম কিছু মানে আর কিছু মানেনা তাদের জন্য ইহকালে রয়েছে চরম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং পরকালে রয়েছে ভীষণ আযাব।

পরিপূর্ণভাবে দাসত্ব বা গোলামী করার মধ্যেই মুক্তি নিহিত

আল্লাহতায়ালা আরো বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ (البقرة : ٢٠٨)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" (সূরা আল বাকারা- ২০৮)

অর্থাৎ আল্লাহর গোলামী পরিপূর্ণভাবেই করতে হবে। আংশিক গোলামী করে এবং আংশিক বিরোধিতা করে কল্যাণ লাভের, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কোন সুযোগ মানুষের নেই।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِنَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ ۥ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَيَفْقَهُوْنَ بِهَا ۥ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَيُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَيَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُوْلٰئِكَ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ـ (الاعراف : ١٧٩)

"আমরা জাহান্নামের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ পয়দা করেছি। তাদের দিল রয়েছে কিন্তু তাদ্বারা তারা চিন্তা-ভাবনা করেনা, তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু তাদ্বারা দেখেনা, তাদের কান রয়েছে কিন্তু তাদ্বারা শুনেনা, তারা জানোয়ারের মত বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর- এরাই রয়েছে গাফলতে নিমজ্জিত।" (আল আরাফ- ১৭৯)

আজ আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হয়ে পড়েছে। খলীফা হয়ে দুনিয়ায় এসে আমরা কী করছি তা এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে ভেবে দেখা দরকার। আল্লাহতায়ালা বলেছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদাত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারো।" (সূরা আল বাকারা ২১ আয়াত)

লক্ষণীয় যে, যেহেতু আল্লাহতায়ালা মানব জাতির কল্যাণ কামনা করেন এবং যেহেতু একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যেই তাদের মুক্তি নিহিত- তাই তিনি বিশেষ কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রতি নয় বরং বিশ্বের সর্ব শ্রেণীর সর্বকালের মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন একমাত্র তাঁর ইবাদাত করার জন্য। তাঁরই আনুগত্য, দাসত্ব ও গোলামী করার জন্য। আর এ কথাও তিনি ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছেন যে কেবল মাত্র এর মাধ্যমেই মানব জাতির আত্মরক্ষা সম্ভব।

মানুষের ইবাদাতের চরম পর্যায় সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ـ

"তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাকে দেখছো। তুমি যদি তাকে দেখতে না পাও মনে করবে তিনি তোমাকে দেখছেন।"

জীবনের প্রতিটি কাজে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন। কোন কাজে আল্লাহর কী হুকুম- তা পূর্ণ খেয়াল ও সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রেখে যাবতীয় কাজ করাই এর অর্থ। কোন অন্যায় বা হারাম কাজ সে করতে পারবেনা- ভয়ে তার প্রাণ কেঁপে উঠবে যদি সে আল্লাহ তাকে দেখছেন জেনে কাজে অগ্রসর হয়।

অর্থাৎ খারাপ বা বদ কাজ যত সুবিধা ও লাভজনকই হোকনা কেন- আল্লাহর নিষেধ বাণীই তাকে সে কাজ করতে দেবেনা- তাকে পিছনে ঠেলে দেবে। আর সৎ ও নেক কাজ যত কঠিন ও কষ্টদায়ক হোকনা কেন আল্লাহর নির্দেশবাণীই তাকে সে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে ও উৎসাহ প্রদান করবে। এটাই হবে মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য।

কিন্তু আজ আমরা যদি আমাদের চারদিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখি আল্লাহকে হাযির নাজির জানার কথা মুখে বললেও বাস্তবে তার প্রমাণ নেই। হাটে-ঘাটে, বাসে, ট্রেনে, স্টিমারে, স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, অফিস-আদালতে অর্থাৎ সর্বস্তরে এবং সর্বজায়গায় আল্লাহর হুকুমের অবমাননাই শুধু নয় বরং বিরোধী কাজ চলছে অবাধে। মসজিদে নির্ধারিত কয়েকটি সময়ে সামান্য কিছু লোক যারা আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহকে সিজদা করে অথবা করার চেষ্টা করে বাস্তব দুনিয়ায় তাদের অবস্থাই বা কী তাও বিচার্য।

মুমিনদের পরিচয়

অথচ এ দুনিয়ায় যে সমস্ত মানুষ আল্লাহতায়ালাকে বিশ্বাস করে এবং তার পরিপূর্ণ হুকুম আহকাম প্রতিপালন করে দুনিয়ায় এই পথে চলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ- তাদেরকেইতো বলা হয় মুমিন বা মুসলিম। কেবল এরাই আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমে খাঁটি বান্দাহ হিসাবে জীবন যাপন করে। আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

"আল্লাহ বিশ্বাসীদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন- তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে।" (সূরা আত্-তাওবা ১১১)

যারা ঈমানদার, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে তারা কখনো এ দাবী করতে পারেনা যে তাদের জীবন ও সম্পদের মালিক তারা নিজেরাই। এখানে দর্শনটা কী লক্ষ্য করুন। মূলতঃ জীবন ও ধন-সম্পদের মালিক আল্লাহতায়ালাই। অথচ তিনি বলেছেন তিনি এগুলো খরিদ করেছেন। এগুলো খরিদ করে তিনি আবার কোথাও

নিয়েও যাননি বরং তাদের কাছেই গচ্ছিত রেখেছেন। আল্লাহতায়ালাই যে জীবন ও সম্পদের মালিক এবং সে আল্লাহতায়ালাই জীবন ও সম্পদ আপনার আমার কাছে আমানত রেখেছেন। আমরা তারই বান্দা হিসেবে কতটুকু তার গোলামী করছি তাই দেখতে হবে। এখন চিন্তা করতে হবে এই জীবন এবং সম্পদ কি আমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছি না নিজেদের স্বার্থে ব্যয় করছি? ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী অথবা পার্থিব কোন আরাম আয়েশের জন্য আল্লাহর গচ্ছিত আমানত ব্যয় করা হচ্ছে নাকি অন্য কোনভাবে নফসের খায়েশ পূর্ণ করাবার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে- তাই চিন্তা করে দেখতে হবে। আর তাই যদি করা হয় তাহলে মহান রাব্বুল আলামীনের আমানতের যে চরম খেয়ানত করা হচ্ছে- এবং এই খিয়ানতের বিনিময়ে পরকালে যে কী পুরস্কার পাওয়া যাবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তার নিজের জান-মাল বিক্রি করে দেয়া। একমাত্র আল্লাহর দান বেহেশত ছাড়া দুনিয়াতে এবং আখিরাতের আর অন্য কিছুই সে প্রত্যাশা করতে পারেনা। তাই মুমিনের জীবনের লক্ষ্য দুনিয়া নয় বরং আখিরাত। দুনিয়াতে সে একমাত্র আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশা করবে অন্য কারো কাছে কোন প্রয়োজনের জন্যই ধর্না দেবে না এবং তার সমস্ত কাজের উদ্দেশ্যই হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ـ

"তারা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি চায়।" (সূরা আল ফাতহ্)

জীবনের এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বান্দাহ মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহর ভূমিকা পালন করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

"হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, আমি কি তোমাদের সেই ব্যবসার কথা বলবো যা তোমাদের পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে, নিজেদের ধন-সম্পদ ও নিজেদের জান-প্রাণ দ্বারা–এটাই অতীব উত্তম যদি তোমরা জান।" (সূরা আসসাফ- ১০,১১)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহতায়ালা পরিষ্কার করে ঘোষণা করেছেন যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি ঈমান আনার পরই আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করতে হবে এবং এর মধ্যেই মানুষের জন্য কল্যাণ ও উত্তম ফল নিহিত রয়েছে।

দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টাই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ

আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করা অর্থাৎ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-র মানে আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর দুনিয়ায় কায়েমের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ সংগ্রামও আল্লাহর পথে জিহাদ। আর এই প্রচেষ্টা এবং সংগ্রাম বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। তবে এর চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে সশস্ত্র যুদ্ধ। আল্লাহতায়ালা বলেছেন –

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا ـ

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে আর যারা কাফের ও অবাধ্য তারা জুলুম ও অন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শয়তানের অনুচরদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল।" (আন নিসা- ৭৬)

এখানে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে যুলুম এবং অন্যায়ের পক্ষে যারা যুদ্ধ করে তারা শয়তানের অনুচর আর যারা এ ধরনের যালেম ও অত্যাচারীর মোকাবিলায় মযলুমদের সমর্থনে প্রতিরোধ যুদ্ধে এগিয়ে আসে, যারা দুনিয়া থেকে যুলুম ও অত্যাচার নির্মূল করে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে শান্তিতে জীবন যাপন করার সুযোগ করে দিতে চায় তাদের যুদ্ধই আল্লাহর পথে যুদ্ধ।

আল্লাহতায়ালা আরো বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ـ

"আল্লাহ সেই সব মুজাহিদকে অত্যধিক ভালবাসেন যারা আল্লাহর পথে সীসা ঢালা-প্রাচীরের মত কাতারবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে।" (সূরা আসসাফ-৪)

মুজাহিদদের মর্যাদা এবং সফলতা

আল্লাহর পথে যারা লড়াই করে তাদের লড়াইয়ের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য আল্লাহতায়ালা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَايَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদুল হারামের সেবা ও তত্ত্বাবধান করাকে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের কাজের সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করছো? আল্লাহর কাছে এ দু'গোষ্ঠি সমান নয়। আল্লাহ যালিমদের সুপথে চালিত করেন না। যারা ঈমান এনেছে সত্যের জন্য বাস্তুভিটা ত্যাগ করেছে এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে লড়াই করেছে তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠতর। তারাই প্রকৃতপক্ষে সফলকাম।" (আত তাওবা- ১৯,২০)

বস্তুতঃ একেই বলা হয়েছে সত্যের লড়াই। এ লড়াইয়ে এক রাত জাগা হাজার রাত জেগে ইবাদাত করার চেয়েও উত্তম। এতে ইস্পাত কঠিন দৃঢ় শপথ নিয়ে শত্রুর সামনে রুখে দাঁড়ানো ঘরে বসে ৬০ বছর নামাজ পড়ার চেয়েও বড় পুণ্যের

কাজ। এর জন্য যে চোখ নিদ্রাহীনভাবে প্রহরায় রত তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম। এই লড়াইয়ের পথে ধুলিমলিন হয়েছে যে পদদ্বয় তাকে জাহান্নামের আগুনের দিকে *ঠেলে* দেয়া হবেনা। কিন্তু যারা লড়াইয়ের ডাক শুনেও ঘরে বসে থাকে এবং লড়াইয়ে অংশ নিতে গড়ি-মসি করে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَاوَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَاوَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْاحَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ـ

"হে নবী, আপনি ওদের বলে দিন তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজন তোমাদের সঞ্চিত সম্পদ ও বাণিজ্য যাতে অচলাবস্থা দেখা দেবার আশংকা কর এবং তোমাদের প্রাণপ্রিয় ঘর বাড়ী এসব যদি আল্লাহ, রাসূল (সা) ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে অপেক্ষা কর আল্লাহ স্বীয় কার্য সমাধা করবেন। জেনে রেখ, আল্লাহ অবাধ্য লোকদেরকে কখনো সুপথে চালিত করেন না।" (আত্-তাওবা- ২৪)

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কারভাবে যেটা ভেসে উঠে তা হলো আল্লাহতায়ালা চাননা যে পৃথিবীতে প্রতারণা, জুলুম, বে-ইনসাফি, হত্যাকান্ড, লুটতরাজ চলুক। সবলেরা দুর্বলদের গ্রাস করুক। তাদের শান্তি ও স্বস্তিতে বিঘ্ন ঘটুক, তাদের নৈতিক আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জীবনকে ধ্বংসের মুখে *ঠেলে* দিক। আল্লাহ এটা কখনোই বরদাস্ত করবেন না, যে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে সৃষ্ট জীবের দাসত্ব করে তাদের মানবীয় মর্যাদাকে এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে অপমানিত ও কলংকিত করুক।

তাই এই মানবজাতি যখন দুনিয়ার সর্ব প্রকার লোভ-লালসা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ধন-দৌলতের আশা-আকাংখা এবং দুনিয়ার জীবনে উচ্চাভিলাষকে পদাঘাত করে

শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পৃথিবী থেকে জুলুম, অবিচার, অন্যায় ও বাতিলকে উৎখাত করে সুবিচার, ন্যায়নীতি ও দ্বীনে হককে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং যারা নিজেদের জান-মাল, ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র পরিজনের মায়া-মমতা, আরাম-আয়েশ ও বিলাসব্যসনকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থাৎ খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রাণান্তকরভাবে কাজ করে তার চেয়ে আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের অধিকারী আর কে হতে পারে? বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালা এই সব বান্দাদের উপর রাজী থাকেন এবং এই বান্দাদেরকেই কবুল করেন ও তাদেরকেই অফুরন্ত কল্যাণ দান করেন। এরাই কামিয়াব হয়। শুধু আখিরাতের সাফল্য নয় বরং পার্থিব সাফল্যও প্রকৃতপক্ষে তাদেরই প্রাপ্য, যারা নিঃস্বার্থভাবে কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ও আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণের জন্য জিহাদ করে।

শেষ কথা

উপরোল্লিখিত আলোচনায় আমাদের সামনে যা এসেছে তা হলো এই যে মানুষকে আল্লাহতায়ালা এ দুনিয়ায় খলীফা করে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করবে। এ দুনিয়ায় মানুষ একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও গোলামী করবে। অর্থাৎ আল্লাহর যা হুকুম তাই পালন করবে এবং আল্লাহর যা নিষেধ তা সে বর্জন করবে। মানুষ যখন এ দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করবে এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহরই ইবাদাত করতে সক্ষম হবে তখনই মানুষ যে 'সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি'- এই উদ্দেশ্য সফল হবে। হবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত এবং লাভ করবে পূর্ণতা।

আমাদের করণীয়

খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আমাদের কী করতে হবে? এ প্রসঙ্গেও আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বীনে হক কায়েমের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাতে হবে- আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহতে অংশগ্রহণ করতে হবে। আল্লাহতায়ালা সূরা আত্-তাওবার ৩৮ ও ৩৯ আয়াতে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ - اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَاتَضُرُّوْهُ شَيْئًا ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের কী হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয় তখন মাটি জড়িয়ে ধর। তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি তোমরা বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন; তোমরা তার কোন ক্ষতিই করতে পারবেনা-আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।"

ঈমানদার মুসলমানদের ঘরে বসে থাকার উপায় নেই

উপরের আয়াতগুলো থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যারা মুসলিম- যারা ঈমানদার তাদের পক্ষে ঘরে বসে থাকার কোন উপায় নেই। তারা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ না করে নিরুদ্বিগ্ন মনে হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারেনা।

দ্বীনের ব্যাপারে আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা চরমতম গুনাহর কারণ এবং এর ফলেই অন্য জাতি মুসলমানদের ঘাড়ে চেপে বসতে পারে। তাই আল কোরান ও হাদীসের শিক্ষা থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করে দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া কোন পথ খোলা নেই।

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পর্যায়

সূরা আত্-তাওবার ১১১নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেছেন ঃ

"তারা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়" অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় বাতিলের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করে তারা মারবে ও মরবে।

আল্লাহর দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের খতম করা এবং এই সংগ্রামের মাধ্যমে শাহাদাত বরণ করা মুমিনের প্রাণের আকাংখা। এতেই তার জীবন সফল এবং সার্থক হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ -

"আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদের মৃত বলোনা। এই সব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবিত।" (আল বাকারা-১৫৪)

এভাবেই আল্লাহর মহান অনুগ্রহে মু'মিনদের প্রচেষ্টায় এ দুনিয়ায় আল্লাহর শাসন কায়েম হয় এবং মানুষের পক্ষে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের অর্থ হয় সার্থক। মুমিনরা এ পৃথিবীতে হয় গাজী হয়ে জীবন যাপন করে, আর না হয় শহীদ হয়ে অমরত্ব লাভ করে।

দুনিয়াতে যখন আল্লাহতায়ালার সঠিক প্রতিনিধিত্ব কায়েম হয়, যখন আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সর্বস্তরে নেমে আসে এক মহা শান্তির অপরূপ ছায়া। মানুষ পায় অন্ন-বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থানের সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাধান এবং ইনসাফপূর্ণ বিচার। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এক কল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থা। আর এহেন কল্যাণকর সমাজ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির মাঝেই আল্লাহতায়ালা কর্তৃক মানব সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য সুশোভিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে।

আসুন আল্লাহতায়ালা যে উদ্দেশ্যে আমাদেরকে সৃষ্টি করে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন সেই খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করে তুলি এবং মহান আল্লাহপাকের পরিপূর্ণ ইবাদাত যথার্থভাবে পালন করার তৌফিক কামনা করি।